CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : CC-14T: Indian Political Thought-II
TOPIC: I. Introduction to Modern Indian Political Thought
আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা:

পৃথিবীতে 'আধুনিক' মনস্কতার জন্ম ও বিকাশ যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে সেগুলি মানুষের ইতিহাসে সকল দেশে বা সমাজে একই সঙ্গে দেখা যায়নি। মধ্যযুগের সঙ্গে তুলনায় আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক পার্থক্য হল কোনো সমাজে আধুনিকতার তখনই আবির্ভাব হতে পারে যখন অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কুসংস্কারের পরিবর্তে সমাজে নেতৃস্থানীয় বিশিষ্টজনের মানসিকতায় যুক্তি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে এবং তারা মুক্তমনের দ্বারা চালিত হয়ে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা করতে শেখে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, যখন মানুষের মনে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা প্রক্রিয়া সক্রিয় হতে আরম্ভ করে এবং অন্ধ বিশ্বাস ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে, তখনই আধুনিক মনস্কতা শুরু হয়। যতদিন দেশের রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করা হত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিয়ন্তাদের কাছে মানুষকে বিনা প্রশ্নে আনুগত্য জানাতে হত, ততদিন মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উন্মাচনেও আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার বিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানে কোনোরকম আগ্রহ বোধ করেনি। এই ধরনের আগ্রহ জন্মায় তখনই যখন মানুষের মন মুক্তবুদ্ধির আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে,যখন মানুষের মনে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন চর্চায় মানুষ আনন্দ লাভ করে। এই ধরনের আধুনিক মনস্কতার চিহ্ন দেখা দিলে তবেই মানুষ তার পরিবার ও গোষ্ঠীর কাছ থেকে আনুগত্য সরিয়ে নিয়ে ব্যক্তি মানুষকে সমাজজীবনের একক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে শেখে। সাধারণত, পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে সামন্ত প্রভুর অনুমতি ব্যতীত জমি ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার বা অকৃষিজনক পেশা গ্রহণ করার কোনো স্বাধীনতা থাকতো না। জমি-ভিত্তিক পারিবারিক বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা থেকে বেরিয়ে এসে যখন সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে তোলার মতো প্রযুক্তি ও সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন ব্যক্তি মানুষ নিজের শ্রমের ফল নিজে ভাগ্য গড়ার সুযোগ পায়। তখন একদিকে সামন্ত প্রভুর প্রতি এবং অন্যদিকে ধর্মযাজক, মোল্লা, পুরোহিতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য জানানোর প্রয়োজন থাকে না। এই ধরনের আর্থ-সামাজিক, রাজনীতিক ও মানসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হলে 'আধুনিকতা'র জন্ম হয়। মোটামুটি ভাবে ইউরোপের ষোড়শ শতকের গোড়ায়, মেকিয়াভেলি এবং ভারতবর্ষে উনিশ শতকের গোড়ায় রাজা রামমোহন রায় এর সময় থেকেই রাষ্ট্রচিন্তায় এবং সমাজভাবনায় আধুনিক যুগের সূচনা হয় বলে ধরে নেয়া হয়।

ভারতবর্ষে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণির নেতৃস্থানীয় অংশের (elites)মধ্যেই আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত হতে দেখা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম পর্যায়ে রামমোহন রায় থেকে দাদাভাই নওরোজি, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ প্রথমেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ থেকে বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ বিদেশী অপশাসনের ফলে ভারতের যে ধরনের ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হয়েই সামরাজ্যবাদীদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং যথার্থ জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ প্রথমে মার্কসবাদ, পরে বিভিন্ন ধরনের সমাজবাদী মতাদর্শের প্রভাবে তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রচিন্তাকে গড়ে তুলেছিলেন।

আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার এই তিন পর্যায়ের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় একটি মূল ধারণা ছিল জাতীয়তাবাদকেন্দ্রিক মতাদর্শের আখান। সেই মতাদর্শ অবশ্যই একমাত্রিক ছিল না। ভারতবর্ষের মতো বিচিত্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিশাল দেশে মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মীয় মানসিকতা ও আবেগ এবং শ্রেণিস্বার্থ খুব স্বাভাবিক কারণেই এক ধরনের হতে পারে না, তা হয়নি। প্রথম পর্যায়ে উদারনীতিক চিন্তকগণদের নিজেদের মধ্যে, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিবাদী জাতীয়তাবাদীদের নিজেদের মধ্যে এবং তৃতীয় পর্যায়ে সমাজবাদীদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা ও মতাদর্শগত বিরোধিতা ছিল। এরই পাশাপাশি গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজ ভাবনার সম্পূর্ণ নিজস্ব দর্শন, বক্তব্য, ভাষা ও ভাবভঙ্গী ছিল।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম উপাদান হিসেবে 'দেশপ্রেম' এর নিরিখে এই সকল চিন্তকদের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এদের অনেকের চিন্তায় ভারতবর্ষের প্রাচীন লোকাচরণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সমাজ পুনর্গঠনের কাজে চিন্তার রসদ খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু চিন্তকের রাষ্ট্রভাবনা সরাসরি ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান, যুক্তি ও মানবিকতা ইউরোপীয় নবজাগরণের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অনেকে ফরাসি বিপ্লবের মতাদর্শ, শিল্প বিপ্লবের জন্য উৎসাহ এবং রাষ্ট্রীয় উদারনীতিবাদের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের চিন্তার মধ্যে আর একটি সাধারণ সুত্র ছিল তা হল উপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদী শাষণ-অত্যাচারের বিরোধিতা করা এবং সেই সঙ্গে নতুনভাবে নিজেদের মত করে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি, রাষ্ট্র কাঠামো, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার চিন্তাভাবনা।

- প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ 1857 সালের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত দেশপ্রেমের যে ধরনের মনোভাব দেখা গেছিল সেখানে বিদেশি কোম্পানি শাসনের অত্যাচার ও আর্থ-সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখ্যবিষয় ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধীরে ধীরে গঠনমূলক জাতীয়তাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল।
- 1874-75 সাল থেকে 1904-1905 সাল পর্যন্ত সময়কালে আইনি পথে সাংবিধানিক মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন রেখে জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ করা হত। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দের রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিবাদী জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।
- এরপর দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে আইনি যুক্তিবাদ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। 1905 সাল থেকে পরবর্তী সাত দশকের সময়কালকে আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই সময়কালের শুরুতে বর্ষীয়ান নওরোজির বক্তব্যে 'স্বরাজ'এর দাবি উঠে আসে এবং অরবিন্দ ঘোষ-বিপিন পাল-এর বক্তব্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের নতুন জ্বালাময় রূপরেখার সন্ধান মেলে।
- তারপর সুভাষচন্দ্র বসুর নিরবচ্ছিন্ন আপস-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পরিণতিতে ভারতবাসীর সহিংস আন্দোলন (1942) ও যুদ্ধোত্তর ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আপামর জনগণের স্বতস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ (1945-46) নব-রাষ্ট্রচিন্তার দিশা দেখায়। কিন্তু সেই বিপ্লবী মানসিকতা নতুন মোড় নেওয়ার আগেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে দেশ বিভাগের মতো চরম হতাশাব্যাঞ্জক ঘটনায় ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা কিছুদিনের জন্য দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা-উত্তর, ভারতে দেখা যায় জওরলাল নেহরুর সংসদীয় গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জোট নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি এবং কেন্দ্রীকৃত যোজনার মাধ্যমে আমলানির্ভর কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা। এই নতুন যুগের রাজনীতিতে পূর্বতন সমাজবাদী শিবিরে মতানৈক্য চরমে ওঠায় জয়প্রকাশ নারায়ণ 1950 এর দশকে প্রথমে দলহীন গণতন্ত্র ও পরে অহিংস ভুদান আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যান। 1960-এর দশকে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে সমস্যা জর্জরিত ভারতীয় রাষ্ট্র, চরমপন্থী ও

বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবে এবং 1970-এর দশকে 'আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা' ঘোষিত হয়। এইসময় জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে নতুনভাবে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ করে। তার নতুন রাষ্ট্রচিন্তা দলীয় রাজনীতির পরিবর্ত প্রকল্প হিসেবে 'লোকনীতি' ভিত্তিক 'সম্পূর্ণক্রান্তি' (Total Revolution) তত্ত্ব উপস্থিত করে। সাম্প্রতিককালের ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় এই তত্ত্ব এক নতুন ভাবধারার সৃষ্টি করে।

এইসব ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি দেখা যায় দীর্ঘকালীন অবিচার অবহেলার শিকার হওয়ায় সমাজের দলিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য এক ধরনের রাষ্ট্রচিন্তা। ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ক্ষমতা সমবন্টনের দাবিতে আম্বেদকর দলিত শ্রেণির মানুষের জন্য শিক্ষা ও সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের পক্ষে নতুন রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত করেন। এই মতের সমর্থকদের বক্তব্য হল জাতপাতের বিভেদব্যবস্থা শুধু সামাজিক সমস্যা নয়, তা এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সংঘটিত অবিচারের বিরুদ্ধে দলিত শ্রেণির স্বার্থে সংরক্ষণ ব্যবস্থা হল এক ধরনের পাল্টা বৈষম্য (compensatory reverse discrimination)। পাশাপাশি উঠে এসেছে স্বদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে হিন্দু জাতির (হিন্দু ধর্মের নয়) সত্ত্বাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় এই ধরনের চিন্তা এক উল্লেখযোগ সংযোজন। বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে দেখা যায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান। রাষ্ট্রচিন্তার এই নতুন দিকটি নির্বাচনে জনসমর্থন মানসিকতার অত্যাবশ্যক উপাদান ধর্মসম্প্রদায় নিরপেক্ষতা (secularism) নীতির সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে।

আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা অনেকাংশেই সক্রিয় রাজনীতির নেতৃবৃন্দের চিন্তাপ্রসূত। তারা সক্রিয় রাজনীতির প্রাঙ্গণেই তাদের প্রতিবাদী রাষ্ট্রভাবনা গড়ে তুলেছিলেন, বিশেষ করে তারা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আইন কানুন নিয়েই সবিশেষ মাথা ঘামিয়েছিলেন এবং জাতীয় স্তরে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার স্বরূপ সন্ধান, রাষ্ট্রের কার্যপরিধি, রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে তারা ঢোকেননি। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক এবং জাতীয়তাবাদের মর্মার্থ সম্বন্ধে অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যথেষ্ট উন্নত ধরনের ছিল। রাজনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গান্ধীজী, মানবেন্দ্রনাথ রায় ও জয়প্রকাশনারায়ণের চিন্তায় যথেষ্ট তাত্ত্বিক আলোচনা দেখা যায়। স্বাধীনতা লাভের আগে এবং পরে ভারতের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও জয়প্রকাশের চিন্তায় তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্যের ইঙ্গিতপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষণীয়। সমাজ সংস্কারের সঙ্গে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকেই। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, আম্বেদকর প্রমুখ চিন্তকদের বৌদ্ধিক দান উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, উনিশ ও বিশ শতকে এমন অনেক ভারতীয় চিন্তকদের দেখা গেছে যাঁদের জীবনের বৃহত্তর মূল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা যথেষ্ট মূল্যবান। যেমন : দয়ানন্দ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, নওরোজি, রাণাড়ে, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, জ্যোতিবা ফুলে, রামস্বামী নাইকার, ভগিনী নিবেদিতা, গোপবন্ধু দাস, মধুসূদন দাস প্রমুখ অনেক চিন্তক ও সংস্কারকের মধ্যে রাষ্ট্রচিন্তার মূল্যবান উপাদান পাওয়ার যায়।

পাশ্চাত্য আধুনিকতার উন্মেষ ভারতীয় চিন্তকদের মনে নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার ও ঐহিত্যচর্চার আগ্রহ উস্কে দিয়েছিল। ভারতবর্ষে আধুনিক মনস্কতা উন্মেষের পেছনে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ও প্রশাসনে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে শিক্ষাদীক্ষায় ও আর্থিক শক্তিতে অগ্রসর অংশ (elites),আইন চর্চা, সাহিত্য চর্চা ও অর্থনীতি-রাজনীতি চর্চায় নেতৃত্ব না দিলে স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, বিজ্ঞান মনস্কতা, পরিকল্পিত অর্থনীতি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, স্বাধীনতা ও সাম্যের স্পৃহার কোনোকিছুরই উন্নত ধারণা গড়ে উঠত না। সেজন্যই কার্ল মার্কস সহ অনেক

ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকে 'প্রগতিশীল' বলে মনে করেছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ উদারনীতিক চিন্তকগণ এদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ উৎখাত চাননি। তারা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের সুফলগুলিকে ব্যবহার করে উন্নত জীবনচর্যা গড়ে তুলতে। সে কারণে উনিশ ও বিশ শতকের ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা অনেকাংশে পশ্চিমি ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েও তার 'আধুনিক' চরিত্র ও ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট করেই জাতী মানসিকতায় ও রাষ্ট্র গঠনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রয়োজনানুগ সমন্বয় করে স্বদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়েছে। ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলেই জাতীয়তাবাদী চিন্তার হাত ধরে আধুনিক ভারতে রাষ্ট্রচিন্তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটে। পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রভাব থেকে আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা কখনই বেরিয়ে আসতে পারেনি, যদিও একদিকে সাভারকর এবং অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, জয়প্রকাশ ও লোহিয়া কিছু কিছু বিশেষ বিষয়ে পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন।